

কুরবানী বিরোধিতা নাকি ইসলামবিদ্বেষ?

Asif Adnan

August 24, 2017

12 MIN READ

প্রতি বছর ঈদ উল আজহার সময় এক শ্রেণীর মানুষকে দেখা যায় বিভিন্ন ভাবে কুরবানীর বিরোধিতা করতে। সরাসরি ঈদ উল আজহা নিয়ে কিছু না বললেও তারা পশু কুরবানী দেয়া নিয়ে আপত্তি তোলে। পশুর প্রতি হিংস্রতা, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা, মনের পশু কুরবানী করা, ইত্যাদি নিয়ে অনেক কিছু বললেও তাদের মূল সমস্যাটা কোথায় এটা পরিষ্কার বোঝা যায়। এবছর এটা করছে “পশু কুরবানী না করে সেই টাকা বন্যার্তদের মাঝে দান করুন” – জাতীয় কথাবার্তার মাধ্যমে। নিয়ম করে প্রতি বছর আপনি এই লোকগুলোকে দেখবেন নৈতিকতা, দয়াশীলতা এসবের ধোঁয়া তুলে আল্লাহ-র নির্ধারিত এই ইবাদাতকে আক্রমণ করতে। তারা যেসব যুক্তি ও চेतনার কারণে পশু কুরবানীর বিরোধিতা করছেন বলে দাবি করেন আশ্চর্যজনকভাবে সেগুলো শুধুমাত্র ঈদ উল আজহার সময় মাথা চাড়া দিয়ে উঠে। অন্যান্য সময় এই চेतনা এবং যুক্তি খুজে পাওয়া যায় না। তাদের উত্থাপিত যুক্তি এবং তাদের কর্মকাণ্ডের দিকে তাকালেই এই হিপোক্রেসির ধরণটা বোঝা যায়।

ঈদ উল আজহার সময় কি হচ্ছে যা নিয়ে তাদের সমস্যা? তাদের মূল অভিযোগগুলো কি কি? অনেকেই অনেক ভাবে প্রকাশ করেন, কিন্তু তাদের মূল কথা হল – “পশু কুরবানী করা নিষ্ঠুরতা। এটা বর্বরতা। এতে পরিচ্ছন্নতা বজায় থাকে না। পশু হত্যা করে এটা আবার কেমন ইবাদাত!” আসুন এদের অভিযোগগুলো কতোটা যৌক্তিক একে একে দেখা যাক।

প্রথম যুক্তি, জীব হত্যা মহাপাপ – তাই তারা কুরবানীর বিপক্ষে। এই যুক্তি অনুযায়ী এই মানুষগুলোর ভেজিটেరిয়ান হবার কথা। এবং অন্যান্য পশু হত্যার ব্যাপারে তাদের একই রকম আপত্তি থাকার কথা। যেমন ফ্রাইড চিকেন, পিংয়া, বীফ বার্গার, মাটন বিরিয়ানী এসব খাবার, এবং এরকম অন্যান্য খাবার যেখানে পশুর মাংস আছে, সেগুলো তাদের বর্জন করা উচিত। দুধ, মাখন এবং দই এবং সব ধরণের ডেইরি প্রডাক্ট বর্জন করা উচিত। কুরবানীকে আক্রমণ করার পেছনে তারা যে সময় শ্রম দিচ্ছেন তার কয়েক গুণ বেশী দেয়া উচিত ফাস্ট ফুড ফ্র্যাঞ্চাইজগুলোর পেছনে। বিশেষ করে কেফসির মতো ফ্রাইড চিকেনে স্পেশলাইজ করা ফ্র্যাঞ্চাইজগুলো তো মহাপাপের কাজ জীবহত্যাকে গ্লোবাল ব্যবসা হিসেবে নিয়েছে। কত লাখ কোটি মুরগী আর গরুর জেনোসাইডের জন্য এসব ফাস্ট ফুড ফ্র্যাঞ্চাইজ দায়ী সেটা হিসেব করতেই তো কয়েক দিন লেগে যাবার কথা। এই গোত্রের জীবপ্রেমীদের কাছে সবচাইতে ঘৃণ্য সত্ত্বা হওয়া উচিত কেএফসির মত ফ্র্যাঞ্চাইজগুলো। কিন্তু এই মানুষগুলোকে কুরবানী ছাড়া আর কখনোই – “পশুর মাংস খাওয়া নিষ্ঠুরতা, পশু হত্যা করা নিষ্ঠুরতা” – এই নীতির উপর কাজ করতে দেখবেন না। এবং এ নিয়ে কথা বলতেও দেখবেন না।

সকল জীবহত্যা মহাপাপ, এই যুক্তিতে যদি উনারা বিশ্বাসী হয়ে থাকেন তাহলে ভেজিটেরিয়ান হবার রাস্তাও প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। কারণ তখন শুধু গাছ থেকে যে ফলগুলো ঝড়ে গেছে আর যেসব গাছগাছালি মরে গেছে সেগুলো খেয়ে জীবন ধারণ করতে হবে। উদ্ভিদেরও জীবন আছে। উদ্ভিদের ফল-ফুলের উপর উদ্ভিদের অধিকার আছে, যেসব গাছের অধিকার আছে ওলানের দুধের ওপর। কুরবানী বিরোধীরা কি এই নীতি অনুসরণ করেন? তারা কি শ্যাওলা খেয়ে জীবন কাটিয়ে দেন? তারা কি সকল জীবহত্যা মহাপাপ এটা বিশ্বাস করে হাতে ঝাড়ু নিয়ে ঘুরে বেড়ান? যাতে করে হাটার সময় সামনের রাস্তা থেকে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবদের সরিয়ে দেওয়া যায়? যেন কোনটা পদপৃষ্ঠ হয়ে না মারা যায়? এই মানুষগুলো কি স্নেইকস্কিন, অ্যালিগেইটর স্কিন ওয়ালেট, ফার কোট এগুলোরও বিরুদ্ধে? তারা কি স্নেইক স্কিন ওয়ালেট বিক্রেতাকে কিডনী ব্যবসায়ীদের সমগোত্রের মনে করেন? যেসব সেলেব্রিটি এগুলো ব্যবহার করে তাদের পিশাচ গোত্রের মনে করেন? কিংবা সিটি করপোরেশন জলাতঙ্ক আক্রান্ত কুকুর মেরে ফেলার সময় কি তারা এই কুকুরদের যথাযথ চিকিৎসা সুবিধা নিশ্চিত এবং বৃদ্ধাশ্রম তৈরি করার দাবিতে আন্দোলন করেন?

নাকি তাদের সমস্যা ইন জেনারেল জীবহত্যা নিয়ে না, তাদের সমস্যা শুধুমাত্র ইসলামের কুরবানীর বিধান – অর্থাৎ ইসলাম

নিয়ে?

কেউ হয়তো বলতে পারেন – “আমাদের সমস্যা জীবহত্যা নিয়ে না, আমাদের মাংস খেতেও সমস্যা না, আমাদের সমস্যা চোখের সামনে এই পশু গুলো জবাই করা নিয়ে। এটা নিষ্ঠুরতা”। এরকম বলার সমস্যা হল এখানে লজিকে ভুল আছে, তারা যে নৈতিকতা অনুসরণ করছেন সেখানে ভুল আছে। পশু হত্যা যদি ভুল হয় তাহলে সেটা লুকিয়ে করা হোক আর প্রকাশ্যে হোক তা ভুল। ধরুন কেউ বলছে – “মানুষ হত্যা করা ভুল যদি সেটা প্রকাশ্যে করা হয়। যদি গোপনে করা হয় তাহলে মানুষ হত্যা করা ঠিক আছে” - এ কথাকে কি গ্রহণ করা যাবে? কোন কাজ প্রকৃতিগতভাবেই ভুল হলে, সে কাজ অগোচরে করা হলেও সেটা ভুলই থাকে।

আপনার সামনে করা হচ্ছে না – এর সাথে ভালো-মন্দের, নৈতিকতার কোন সম্পর্ক নেই। এটার সাথে সম্পর্ক আছে আপনার ব্যক্তিগত স্বস্তিবোধ বা অস্বস্তিবোধের – কনভিনিয়েন্সের। চিন্তা করে দেখুন, আজকে থেকে ৫০-৬০ বছর আগেও পশু জবাই, শিশু থেকে বৃদ্ধ সবার জীবনের সাধারণ এবং নিয়মিত একটা বিষয় ছিল। আমাদের দাদারা কিন্তু এই বিলাসিতার সুযোগ পাননি যে টাকা দেবেন আর কাঁটা- ছেলা- রান্না করা মাংস সামনে চলে আসবে। তারা নিজের হাতে, সন্তানসন্ততির সামনে পশু- পাখি জবাই বা জীবহত্যা করেছেন। শুধু কুরবানীর সময়ই না, প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন সময়ে। আজ আপনি এতোটা সাহেব হয়ে গেছেন যে মাংস খেতে পারবেন কিন্তু পশু জবাই দেখতে পারবেন না –এটা আপনার সমস্যা। ১.৮ বিলিয়ন মুসলিমকে আপনার দুর্বল কলিজার স্বার্থে আপনি কুরবানী বাতিল করতে বলতে পারেন না। না আপনি এই কারণে কুরবানীর সমালোচনা করতে পারেন।

কুরবানী বিরোধীদের বহুল ব্যবহৃত আরেকটি যুক্তি হল, ধর্মের জন্য পশু হত্যার মত এমন বিধান আর কোন ধর্মে নেই। ইসলাম একটা নিষ্ঠুর ধর্ম আর তাই এটা শুধু ইসলামেই আছে। অন্য কোন ধর্মের জন্য পশু হত্যা করা হয় না – কথাটা ভুল। প্রতি বছর থ্যাংকস গিভিং [Thanksgiving] উপলক্ষে অ্যামেরিকায় চার কোটি পঞ্চাশ লক্ষ টার্কি [পাখিটা, দেশটা না। টার্কিদেশটাকে অ্যামেরিকা ভালো পায়] হত্যা করা হয়। আর ক্রিসমাস উপলক্ষে হত্যা করা হয় আরও ২ কোটি ২০ লাখ টার্কি এটা সত্য যে এই প্রায় সাত কোটির মতো টার্কির সবগুলোকে জবাই করা হয় না, ইলেক্ট্রিক শক দিয়ে, ঘাড় মটকে, ভারি বস্তু দিয়ে আঘাত করেও হত্যা করা হয়। অথচ থ্যাংকস গিভিং-কে কারো কাছে নিষ্ঠুর মনে হয় না। একই ভাবে অন্যান্য ধর্মেও পশু উৎসর্গ করার বিধান আছে। মুশরিকদের ধর্মে অশ্বমেধ যজ্ঞের মতো বিভিন্ন যজ্ঞের বিধান আছে যেখানে পশু উৎসর্গ করা হয়। ইহুদিদের ধর্মে “সেখিটা”-র বিধান আছে, যেটা অনেকটা মুসলিমদের কুরবানীর মতোই। অথচ আমাদের দেশের ‘কুরবানী বিরোধীদের’ সমস্যা শুধু ইসলামের বিধান নিয়ে।

উত্থাপিত আরেকটি যুক্তি হল- কুরবানীর সময় পরিচ্ছন্নতার ব্যাঘাত ঘটে। কথাটা আংশিক সত্য। কিন্তু এজন্য কুরবানী কতোটা দায়ী আর আমরা কতোটা দায়ী এটা চিন্তা করার মতো বিষয়। আমাদের দেশে বৃষ্টি হলে নালা-ড্রেনে বন্যা হয়, আর রাস্তাঘাটে চকলেট মিল্কের নহর বয়ে যায়। আমাদের দেশে আমরা ডাস্টবিনগুলোকে শো-পিস হিসেবে ব্যবহার করি আর ময়লা ডাস্টবিনের চারপাশে ফেলি। আমাদের দেশে আরবী দেয়াল লিখনী দিয়েও মানুষকে রাস্তাঘাটে মূত্র বিসর্জন দেয়া থেকে বিরত রাখা যায় না। । আমাদের দেশে সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য তৈরি হাতিরঝিলে দুর্গন্ধের কারণে যাওয়া যায় না। আমাদের দেশে আমরা নিজেরাই বুড়িগঙ্গা নামের এক কালাপানি বানিয়ে নিয়েছি। আমাদের দেওয়া রাজস্বের টাকায় বছরে ছয় মাস রাস্তা খোঁরা হয়, আর বাকি ছয় মাস রাস্তা ভরাট করা হয়। মেগাসিটি-মেট্রোপলিটন সামান্য বৃষ্টিতেই বাঁকে বাঁকে চলা, জ্যামজটে ভরা ছোট নদীতে পরিণত হয়।

সুতরাং এটা অবশ্যই সত্য যে কুরবানীর সময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে সাধারণ অবস্থার চাইতে কিছুটা বেশীই সতর্কহতে হয়। আমাদের মধ্যে অধিকাংশই এই এই বাড়তি সতর্কতা অবলম্বন করি না – এটাও সত্য। কিন্তু এটার জন্য পশু কুরবানী দেওয়া কতোটা দায়ী আর জাতি হিসেবে আমাদের পরিষ্কার –পরিচ্ছন্নতা বোধ কতোটা দায়ী এটা নিয়ে চিন্তা করার মতো সময় কিম্বা বুদ্ধি কোনটাই সম্ভবত কুরবানী বিরোধীদের নেই। তা নাহলে বছরে একবার ঘটা একটা জিনিষ নিয়ে চিন্তাপাল্লা না করে,

তারা সারা বছর ধরে চলা নোংরামি ও অপরিচ্ছন্নতার বিরুদ্ধে অবশ্যই কিছু বলতেন। পরিচ্ছন্নতা নিয়ে কনসারন থেকেই যদি কুরবানীর বিরোধিতা করা হয়, তাহলে অবশ্যই এই ব্যাপারগুলো নিয়েও তারা প্রশ্ন তুলতেন, প্রতিবাদ করতেন।

শেষ একটা যুক্তি তারা দেখাতে পারে,” আমরা প্রয়োজনে জীবহত্যা, সমর্থন করি। পরিচ্ছন্নতার কিছুটা ব্যাঘাত ঘটাকেও মেনে নেই। কিন্তু এই কুরবানী করে কি প্রয়োজন পূরণ হচ্ছে?” এই প্রশ্নের খুব সহজ উত্তর হল- আপনি যখন বীফ বার্গার খাচ্ছেন তখন আপনি বিলাস দ্রব্যের চাহিদা পূরণ করছেন। এই বার্গার না খেলে আপনার কিছু যায় আসবে না। তাও আপনি খাচ্ছেন, আপনাকে খাওয়ানোর জন্য পশু হত্যা করা হচ্ছে। আর কুরবানীর মাংস দেয়া হচ্ছে গরীব-মিসকিনদের, যারা সারা বছরে হয়তো শুধু ঈদ উপলক্ষেই ‘বীফ’ আর ‘মাটন’ খেতে পারছে। আর বাকি সারা বছর হয়তো তাঁদের কাঁটিয়ে দিতে হচ্ছে ‘ভেয়’ আর উচ্ছিষ্ট ‘চিকেন’ খেয়ে। যদি মাসে বারকয়েক বীফ বার্গার খাবার জন্য গরু জবাই করা বৈধ “প্রয়োজন” বলে বিবেচিত হয়, তবে এই কুরবানীর গোশতের অধিকাংশই যে গরীব-মিসকিনরা খেতে পারছে এটা “প্রয়োজন” হিসেবে যথেষ্ট। প্রকাশ্যে জবাই, পরিচ্ছন্নতার ব্যাঘাত, জীবহত্যা – এই সব যুক্তির বিপরীতে এটাই যুক্তি হিসেবে যথেষ্ট।

একইভাবে যারা এবছর বন্যার্তদের ত্রান দেওয়ার জন্য পশু কুরবানী না দেওয়ার কথা বলছে তাদের বিরুদ্ধেও হাজারটা যুক্তি দেখানো যায়। কেন অস্ট্রেলিয়ার সাথে ক্রিকেট সিরিজ বাদ দিয়ে সেই টাকা বন্যার্তদের দেওয়া যাচ্ছে আন? যারা কুরাবানি না দিতে বলে, তারা কেন প্রতিবছর পূজায় খরচ হওয়া শত শত কোটি টাকা মানবসেবায় ব্যয় করতে বলে না? কেন কর্পোরেশনগুলোকে এগিয়ে আসতে বলে না? কেন মেরিল-প্রথম আলো পুরস্কার জাতীয় আদিখ্যেতার অনুষ্ঠানের খরচ ত্রানের জন্য দান করতে বলে না...ইত্যাদি

কিন্তু এগুলো ইসলামের যুক্তি না। আর কুরবানী বিরোধীদের প্রশ্নটাও আসলে এই জায়গাতে না। তাদের আপত্তি আসলে কুরবানী নিয়ে না, কুরবানীর পশু, পন্থা, সময় কিছু নিয়েই না। এসব নানা কথার আড়ালে তাদের মূল সমস্যাটা হল ইসলামবিদ্বেষ। তাদের সমস্যা তাঁকে নিয়ে যিনি কুরবানীর আদেশ দিয়েছেন। তাদের সমস্যা ঐ দ্বীন নিয়ে যা কুরবানী থেকে শিক্ষা নিতে বলেছে। তাদের সমস্যা ঐ মানুষটিকে ﷺ নিয়ে যিনি এই জাতিকে কুরবানীর ব্যপারে শিক্ষা দিয়েছেন। তাই আপনি দেখবেন কুরবানী বিরোধীরা প্রশ্ন করবে – “এ কেমন স্রষ্টা যে বলে কুরবানী করে আনুগত্য প্রকাশ করতে?” কিম্বা দেখবেন তারা বলছে “মনের পশুকে কুরবানী দিয়েছি তাই প্রচলিত কুরবানী করি না”। এই মানুষগুলোর সমস্যা স্রষ্টাকে নিয়ে, স্রষ্টার বিধানকে নিয়ে। আল্লাহ যা বলছেন সেটা তাদের পছন্দ হচ্ছে না। আল্লাহ যা আদেশ করছেন এই হতভাগ্যরা সেটা মানতে পারছে না।

পৃথিবীতে এমন কোন জাতি নেই যারা স্রষ্টার জন্য কুরবানী করার গুরুত্ব বোঝে না। এটা সর্বকালের সকল মানুষের সত্য। এমনকি মুশরিকরাও এটা বোঝে। তারাও স্রষ্টার উদ্দেশ্যে বলি দেয়, যদিও তারা শিরক করে এবং একাধিক ইলাহ-র জন্য বলি দেয়। তাই অধিক যৌক্তিক প্রশ্ন হল, তুমি কেমন সৃষ্টি যে তোমার স্রষ্টার জন্য তুমি কিছু টাকা খরচ করে একটা পশু কুরবানী করতে পারছো না? তুমি কেমন সৃষ্টি যে তোমার জীবনদাতা, রিয়কদাতা, যার অনুগ্রহ মাতৃগর্ভ থেকে কবর পর্যন্ত তোমাকে ঘিরে রেখেছে তার জন্য নিজের সামান্য অস্বস্তি সরিয়ে রাখতে পারো না? স্রষ্টাকে পরীক্ষা করবেন সৃষ্টিকে, স্রষ্টাকে পরীক্ষা করা সৃষ্টির ইখতিয়ারের বিষয় না। কেন স্রষ্টা এই বিধান দিলেন, কি রকমের স্রষ্টা এরকম বিধান দিতে পারেন – এই প্রশ্ন করার অধিকার সৃষ্টির নেই।

এই মানুষগুলোর অন্তর কুফর দিয়ে ঢাকা। এবং তাদের অন্তরে মোহর দেয়া। তাদের নিজেদের অবিশ্বাসের ঠুনকো জগত নিয়ে সন্দেহ ঢাকার জন্য তাই ক্রমাগত ইসলামকে আক্রমণ করে যায়। তারা মনে করে ইসলামের প্রতি আক্রমণাত্মক হওয়া হয়তো বা তাদের নিজেদের ভেতরের ইনসিকিউরিটিকে কমাবে। তারা ইসলামকে আক্রমণ করে নিজেদের দুর্বলতাকে ঢাকতে চায়।

কুরবানী নিয়ে তাদের এতো যে আপত্তি, এগুলোর সাথে জীবহত্যা, পশু অধিকার, জীবে দয়া করা বা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকতে চাওয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

আমাদের কারো যেন এই সত্যটা বোঝার ক্ষেত্রে ভুল না হয়। আমরা কুরবানী করি কারণ এটা আল্লাহর নির্দেশ। যুক্তি হিসেবে, প্রয়োজনীয়তা হিসেবে এটুকুই যথেষ্ট। আর এই লোকগুলো কুরবানী করে না কারণ তারা না পারে আল্লাহ-কে মানতে না পারে তাঁর নির্দেশ মানতে।

তাদের আপত্তি কুরবানী নিয়ে না, তাদের আপত্তি মালিকুল মূলক আল্লাহ আযযা ওয়া জাল-কে নিয়ে। তাদের আপত্তি ইসলাম নিয়ে, তাদের আপত্তি ঈমান নিয়ে। মুমিন তার রাব্ব-এর জন্য কুরবানী করে অন্তরে যে সুকুন অনুভব করে, ঈমানের যে প্রশান্তি সে অনুভব করে, এ হতভাগা কাফিররা সেই আনন্দ থেকে বঞ্চিত। শুধু তাই না সে এ কারণে মুমিন ঈমানের প্রশান্তি অনুভব করুক – এটাও সে সহ্য করতে পারে না। আর তাই সে বিভিন্ন ভাবে ইবাদাতকে আক্রমণ করার মাধ্যমে ঈমানকে আক্রমণ করতে চায়।

দুঃখজনক ভাবে অনেক মুসলিম এ ধরনের কথা শুনে বিভ্রান্ত হন। এই বিভ্রান্তির কারন এই লোকগুলোর বক্তব্যের যুক্তিগত উৎকর্ষ না। মানুষ বিভ্রান্ত হন প্রথমত এমন কিছু লোককে সম্মানের আসনে বসানোর কারণে, যারা সম্মানিত হবার যোগ্য না। এরকমের অনেক লোক আছে যাদের আমরা জাতি হিসেবে মাথায় তুলেছি কিন্তু এদের থাকার কথা পায়ের তলায়। এই লোকগুলো সুযোগ পেলেই ইসলামকে আক্রমণ করে এবং ইসলামের বিধিবিধান নিয়ে প্রশ্ন তোলে। এদেরকে সম্মানের আসনে বসানোর কারণে, যখন এরা কুরবানী নিয়ে একটা আপত্তি তোলে তখন আমরা বিভ্রান্ত হই। আবার অনেক ক্ষেত্রে মানুষ বিভ্রান্ত হন কারণ যে কথাটা বলছে সে সুন্দর কথার মোড়কে, আবেগ ব্যবহার করে এমনভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করছে যাতে করে মানুষ সঠিকভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তা ও বিশ্লেষণ করার ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হচ্ছে। আর তৃতীয়ত, আমাদের অনেকের মধ্যেই ইসলাম নিয়ে সুস্পষ্ট ধারণা না থাকায় এবং হীনমন্যতা কাজ করায়, আমরা ইসলামকে সমর্থন করে কিছু বলার সময় সঙ্কোচ বোধ করি। আমরা ইসলামকে নিয়ে কথা বলতেও অনেকে সঙ্কোচ বোধ করি। ফলে আমাদের চুপ থাকার কারণে আরও কিছু মানুষ বিভ্রান্ত হয়। আমরা এভাবে বিভ্রান্ত হই।

এরা যুক্তি খুজছে না, উত্তর খুজছে না, মানবতা খুজছে না, পশু অধিকার খুজছে না। এরা এদের মনের চেপে রাখা ঘৃণা, লুকিয়ে রাখা ইসলামবিদ্বেষ উগরে দেওয়ার একটা পথ খুজছে। তাই বছরের এ সময়টা আসলেই বিভিন্ন ভাবে তারা ঘুরিয়ে, পৌঁচিয়ে, কখনো ফটোশপ করা ছবি দিয়ে এরা কুরবানির বিরোধিতার আড়ালে তাদের ইসলামবিদ্বেষকে প্রকাশ করছে।

যে বিষয়টা বোঝা জরুরী তা হল এদের হাস্যকর অযৌক্তিক কথাকে যুক্তি দিয়ে ভুল প্রমাণ করা আমাদের কাজ না। ব্যাপারটা এমন না যে, আপনি কোন অকাট্য যুক্তি দেখাবেন আর এরা নিজেদের ভুল স্বীকার করে নেবে। যে যুক্তি বোঝে বা বুঝতে চায় তাকে আপনি বোঝাতে পারবেন। কিন্তু যার উদ্দেশ্যই হল ঝগড়া করা তার সাথে কোন যুক্তিই খাটে না। আমাদের কাজ হল এধরনের মানুষের প্রকৃত পরিচয় ও উদ্দেশ্য সবার সামনে তুলে ধরা। কুরবানি বিরোধিতার আড়ালে মূল চালিকাশক্তি যে ইসলামবিদ্বেষ – সে সত্যটা সবার সামনে তুলে ধরা।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে বোঝার তাউফিক দান করুন, এবং কাফির-মুশরিক-যিল্দিক-মুরতাদদের চক্রান্ত থেকে মুসলিমদের হেফাযত করুন।